দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ....28 MAY 2016
পৃষ্ঠা ...6...... কলাম ...৭......

বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ

এম এ সবুর

প্রতি বছরই আমাদের জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ বরাদ্দের অন্যতম প্রধান খাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ হিসেবের মধ্যে শুভঙ্করের ফাঁকি লুকিয়ে আছে। কারণ জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতের বরাদ্দে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং ধর্মীয় ও স্বাস্থ্যখাতকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে ভাগ-বণ্টনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাখাতে বরাদ্দের পরিমাণ কমে যায়। এছাড়া শিক্ষাখাতে বরাদ্দের বেশির ভাগ অর্থ প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই বিতরণ, বৃত্তি-উপবৃত্তি ইত্যাদি খাতে ব্যয় হয়। আর প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং শিক্ষার মানোন্নয়নমূলক খাতসমূহ উপেক্ষিতই থেকে যায়। এ অবস্থায় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা-সংগঠনও বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে। সম্প্রতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ' (সিপিডি) আয়োজিত এক সেমিনারে আগামী বাজেটে শিক্ষাখাতে জিডিপির ৪% অর্থ বরাদ্দের দাবি করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জন-বাজেট-সংসদ' আয়োজিত এক প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় আলোচকগণ জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে জিডিপির ৬ শতাংশ বরাদ্দের দাবি জানিয়েছে।

শিক্ষাখাতে কম বরাদ্দের কারণে শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা সম্ভব হয় না। আর এ সুযোগে এক শ্রেণির ব্যবসায়ী শিক্ষাকে বাণিজ্যীকিকরণ করছে। আর শিক্ষা বাণিজ্যের কারণেই প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষাক্ষেত্রের সকল পর্যায়ে বৈষম্য তৈরি হয়েছে। এতে দেশের গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীরা যথাযথ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

শিক্ষা পেশায় মেধাবীদের আকৃষ্ট করতে অবশ্যই শিক্ষকদের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে হবে। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে প্রতিযোগিতামূলক আধুনিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। অধিকন্তু শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আর এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে যথার্থ পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ থাকতে হবে জাতীয় বাজেটে। কিন্তু জাতীয় সম্পদের সীমাবদ্ধতার অজুহাতে গবেষণা ও প্রশিক্ষণসহ শিক্ষাখাতের জরুরি চাহিদাতে অনেক কম বরাদ্দ দেওয়া হয়। যা শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। এছাড়া শিক্ষাখাতে প্রয়োজনের তুলনায় কম বরাদ্দের কারণে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কম থাকে। অধিকন্তু সরকারি অনুদান বহির্ভূত (নন-এমপিও) অনেক শিক্ষক বছরের পর বছর বেতনভাতা ছাড়াই শিক্ষকতা করছেন। আর এমপিওভুক্ত শিক্ষকগণ চিকিৎসা, বাড়িভাড়া, উৎসবভাতার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছেন।

আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষাখাতের বিনিয়োগে সরাসরি কোনো লাভ আসে না। তাই অনেকেই শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির পক্ষে থাকেন না। তারা শিক্ষাখাতকে অনুৎপাদনশীল মনে করেন। এজন্য তারা অন্যান্য খাতের চেয়ে শিক্ষাখাতে কম বরাদ্দ দেওয়ার পক্ষে থাকেন। কিন্তু শিক্ষার উৎপাদন সুদূর প্রসারি ও দীর্ঘ মেয়াদি। জাতীয় জীবনে এর প্রভাব ও সুফল অবশ্যম্ভাবী। দেশের শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, বৈদেশিক নীতি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সবকিছুই শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ উন্নত প্রযুক্তি, মেধাবী ব্যবসায়ী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন কূটনীতিক, দেশপ্রেমিক রাজনীতিবীদ, জনদরদি সমাজসেবক তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রয়োজন অপরিহার্য। যথাযোগ্য ও উপযুক্ত জনশক্তি তৈরিতে শিক্ষার কোনো বিকল্প নাই। কেবল মানসম্পন্ন শিক্ষাই পারে দেশের জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে। এসব বিবেচনায় শিক্ষাখাত বাজেটের সর্বোচ্চ বরাদ্দ পেতে পারে। অধিকন্তু টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করতে হলে জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দের পরিমাণ অবশ্যই বাড়াতে হবে।

ঢাকা